

STUDENT POLITICS

A student is hoped to devote his time and effort to studies. In the case of a student, studies and politics can not go together. In fact, as attributes these are opposite to each other. It is, however, unluckily that money and power attract the students if they are involved in politics.

Students are the future source of expectation and encourage of a nation. So guide the country properly they have to have the knowledge of politics. But it is sorrowful that our students are adopting the dark and violent side of politics. This type of attitude should be changed. They will have to undergo the morality and sociality. They have to practice universal politics.

Once politics was related to with social service, and a political worker was a social benevolent or reformer. During our struggle for independence, students were in the forefront for unifying the people of the country and fighting against the enemies. Ever since independence the political parties have vitiated the political atmosphere of the country. Politics has now become an extreme profession which is beset with corruption.

It is unlucky to see the students being frequently used by the political parties for their selfish interest. The political parties activated the young blood for their dirty work in order to gain their selfish end. The students are now used by them as their tools and violence. Quite often many a promising youth's career is ruined because of this.

The students should, therefore, not take part in politics. Politics for students should be banned in no time. The political parties should not involve students in politics and their evil doings.

বঙ্গানুবাদ

একজন ছাত্র/ছাত্রী তার সময় কাজে লাগাবে এবং পড়াশুনার চেষ্টা করবে এটাই কাম্য। একজন ছাত্র/ছাত্রীর ক্ষেত্রে পড়াশুনা ও রাজনীতি একসাথে চলতে পারে না। বস্তুত, এগুলোর একটিকে আরেকটির বিপরীত বলে মনে করা হয়। এটা আসলে দুর্ভাগ্যজনক যে, রাজনীতিতে জড়িত হলে অর্থ ও ক্ষমতা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আসক্ত করে।

ছাত্রছাত্রীরা জাতির ভবিষ্যত আশা ও প্রেরণার উৎস। জাতিকে সঠিকভাবে পথ প্রদর্শনের জন্য তাদের রাজনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনক যে আমাদের ছাত্ররা রাজনীতির অন্ধকারাচ্ছন্ন ধ্বংসাত্মক রূপকে গ্রহণ করেছে। এই ধরনের মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করতে হবে। তাদেরকে নৈতিকতা ও সামাজিকতা গ্রহণ করতে হবে। সার্বজনীন রাজনীতির চর্চা তাদের করতে হবে।

একসময় রাজনীতি সমাজকর্মের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং রাজনৈতিক কর্মীরা ছিলেন সমাজহিতৈষী বা সংস্কারক। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে, জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ছাত্রসমাজ ছিল অগ্রবর্তী। স্বাধীনতার পরপরই রাজনৈতিক দলগুলো দেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে দূষিত করে ফেলেছে। রাজনীতি এখন একটি প্রভাবশালী পেশা যা দুর্নীতিতে জর্জরিত।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাদের নিজেদের জন্য ক্রমশ রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বারা শোষিত হতে দেখা যায়। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার অসৎ উদ্দেশ্যে তরুণদের রক্ত

ক্রিয়ালীল করে। ছাত্র-ছাত্রীরা এখন তাদের হাতীয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রায়ই অনেক প্রতিশ্রুতীশীল তরুণের জীবন এর কারণে ধবংস হয়ে যায়।

অতএব, ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করা। যত দ্রুত সম্ভব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ করা উচিত। রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রাজনীতিতে ও তাদের খারাপ কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা উচিত নয়।

Forashuna